

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম ফসল কবি শামসুর রাহমান- কবি শহীদ কাদরী

(কবি শহীদ কাদরী দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী। প্রয়াত কবি শামসুর রাহমানের সাথে তাঁর ছিল দীর্ঘ দিনের আন্তরিক সম্পর্ক। স্বাভাবিক ভাবেই কবি শামসুর রাহমানের প্রয়ানের খবর শুনে তিনি মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েন। গত ২০ আগষ্ট নিউইয়র্ক প্রথম আলো বন্ধুসভা আয়োজিত কবি শামসুর রাহমান স্মরণ সন্ধ্যায় কবি শহীদ কাদরী এসেছিলেন কবি শামসুর রাহমান সম্পর্কে স্মৃতিচরণ করতে। সময়ের প্রাসঙ্গিকতা এবং বিষয় বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা করে কবি শহীদ কাদরীর স্মৃতিচরণটি পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল। -আদনান সৈয়দ)

আমি সত্যি এখনও পর্যন্ত শামসুর রাহমানের এই প্রয়ান মেনে নিতে পারছি না। বছর দুয়েক আগে আমার সাথে শামসুর রাহমানের শেষ কথা হয় টেলিফোনে। তখন আমি অসুস্থ এবং শামসুর রাহমান নিজেও অসুস্থ ছিলেন। তিনি তখন আমাকে বলেছিলেন 'I sincerely wish your speedy recovery'। তারপর আর শামসুর রাহমানের সাথে আমার কথা হয় নি। কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছিল শামসুর রাহমানকে সেই কৈশর কাল থেকে চেনা। কবিতা পাঠ এবং কবিতা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। আমাদের কলকাতার এক বন্ধু ছিলেন যাঁর মাধ্যমেই কবি শামসুর রাহমানের সাথে আমার পরিচয় হয়। আমরা ৫২' সালে ঢাকায় এসেছিলাম। ৫৪' সালে আমাদের এক বন্ধু নাম খোকন কলকাতায় যার সাথে বন্ধুত্ব হয় হঠাৎ তিনি ঢাকায় আমাদের বাসায় এসে হাজির। তিনি আবার বড় ভাইয়ের ক্লাসমেটও ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, এই তোরা এসেছিস কবে? তখন আমি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের একজন নিমজ্জিত পাঠক। সুকান্তের মতই লেখার চেষ্টা করছি। তা আমার বড় ভাই খোকন কে বললেন যে শহীদতো আজকাল কবিতা-টবিতা লেখার চেষ্টা করছে, জানিস নাকী? তখন তিনি আমাকে বললেন, দেখাতো তোর কবিতা? তিনি আমার কবিতা দেখলেন-টেখলেন কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। তখন আমাকে খোকন বললেন, তুই শামসুর রাহমানের নাম শুনেছিস? আমি বললাম, নাতো?

কী বলিস, শামসুর রাহমানের কবিতা প্রত্যেক সপ্তাহে দেশে ছাপা হচ্ছে। তখন পর্যন্ত আমি শামসুর রাহমানের নাম শুনিনি। সদর ঘাটের উল্টোদিকে একটা খান মজলিসের বুক স্টল ছিল এবং সেখানে পরিচয়, নতুন সাহিত্য, দেশ, পূর্বাসা, সহ সবরকম পত্রিকাই আসত। এর মধ্যে আমার একটি কি দুটি কবিতা ছাপাও হয়েছে। তখন মহিউদ্দিন আহমেদ সাহিত্য পত্রিকা বেড় করেন নাম স্পন্দন। স্পন্দনে আমার একটা কবিতা বেড় হয়। তখন নিজেকে লেখক-টেখক ভাবছি। ঐ কবিতাটি ছিল টিপিক্যাল মার্কসিষ্ট, কিছুটা মঙ্গলাচরণ ভাব ধারায় লেখা। তারপর পূর্বাসা আর চতুরঙ্গ পড়তে শুরু করলাম এবং আমার চিন্তা-ভাবনা ধীরে ধীরে রোমান্টিক কবিতার দিকে মোড় নিল। তখন আমি 'জলকন্যার জন্যে' কবিতাটি লিখি। কবিতাটি খুবই আনাড়ি ছিল তবে এই কবিতাটির শরির জুড়ে এক ধরনের বিষন্ন রোমান্টিকতা জড়িয়ে ছিল। এর মধ্যে একদিন খোকন আমাকে বললেন যে তোর কথা আমি শামসুর রাহমান কে বলব এবং তোর সাথে পরিচয় করে দেব। 'জলকন্যার জন্যে' কবিতাটি ছাপা হবার পর থেকে আমি প্রায়ই পত্রিকার স্টলে দাঁড়িয়ে আমার কবিতাটি বার বার পড়তাম এবং আড় চোখে দেখতাম যে তা অন্য কেউ পড়ছে কিনা? তো রোজই আমাকে এ কাজ করতে হত। আমি একদিন প্রায় দুপুর বেলা স্টলে দাঁড়িয়ে আছি এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কবিতাটি পড়ছি। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমাকে যে একজন ভদ্রলোক লক্ষ্য করছিলেন তা আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি খুব ফর্সামত মানে সর্ব অর্থে সুন্দর একজন পুরুষ স্পন্দন খুলে আমার কবিতাটি পড়ছে। তখন আমাদের চোখাচোখি হল। শামসুর রাহমান তখন আমাকে বললেন, আচ্ছা আপনি কী শহীদ কাদরী? আমি বললাম, হ্যাঁ, কী করে বুঝলেন? আপনার কথা আমাকে খোকন বলেছে। আমি খুব অভিভূত হয়ে গেলাম শামসুর রাহমানের সাথে পরিচিত হয়ে। তখন সদর ঘাটে একটা রেস্তুরেন্ট ছিল নাম রিভার ভিউ। সেখানেই চা খেতে খেতে শামসুর রাহমানকে বললাম, আপনার কবিতাতো 'দেশে' পড়ছি। তখন শামসুর রাহমান তাঁর পকেট থেকে বেড় করে অনেক গুলো কবিতা আমাকে পাঠ করে শোনালেন। তখন আমাদের সবার পকেটেই কবিতা থাকত। তা আমি বললাম যে আমার পকেটেও একটা কবিতা আছে, শুনবেন? তখন আমি কবিতাটি পড়ে শুনলাম। সেটাও ছিল গতানুগতিক সস্তা রোমান্টিক কবিতা। তা ঐ কবিতায়

একটা লাইনে 'ভুল' শব্দটির দিকে ইঙ্গিত করে শামসুর রাহমান বললেন যে ভুল শব্দটার বানান ভুল হয়েছে। সেখান থেকে শামসুর রাহমানের বাসায় গেলাম। শামসুর রাহমান আমাকে বললেন যে কালের পুতুল পড়তে। সেই থেকে আমরা বহুদিন মধ্যরাত পর্যন্ত একসাথে ঢাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি, চা খেয়েছি, সিগারেট খেয়েছি। আমাদের আড্ডায় ফজল শাহাবুদ্দিন থাকতো আর মাঝে মাঝে আল মাহমুদ যোগ দিত।

শামসুর রাহমানের উপর এত স্মৃতি জড়িয়ে আছে যে আমি এ মুহূর্তে বুঝতি পারছি না যে আমি কোনটা ছোঁব আর কোনটা ছোঁব না। এখনও আমার মনে হচ্ছে শামসুর রাহমান আছেন এবং আমি সুস্থ হয়ে যখন ঢাকায় যাব তখন শামসুর রাহমানের সাথে দেখা করব। তাই প্রেস সত্ত্বেও, টিভি সত্ত্বেও শামসুর রাহমানের প্রয়াণের খবর আমার কাছে ভয়াবহভাবে অপ্রত্যাশিত। আমি পুরোপুরি ভাবে এখনও এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমার মতে, আমি বিশ্বাস করি যে ১৯৪৭ সাল পার হওয়ার পর এই মহুর্ত পর্যন্ত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম ফসল কবি শামসুর রাহমান। শামসুর রাহমান আমাদের এই দেশে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু সুচাঁড়ু, যা কিছু সংবেদনশীল, যা কিছু মহত, যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার সব কিছুর এক অসমান্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। শামসুর রাহমান সারা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।